গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানী সরকার বিভাগ
সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.lgd.gov.bd

গণভোট ২০২৬
সংসদ নির্বাচন
দেশের চাবি
আপনার হাতে

স্মারক নম্বর: ৪৬.০০.০০০০.০৭০.১৮.০০১.২৩-৪৭

তারিখ: ০১ মাঘ ১৪৩২ / ১৫ জানুয়ারি ২০২৬

**বিষয়ঃ শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২৫ এর বিধি-৩ অনুসারে এলাকা চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত।**

সূত্রঃ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-২২.০০.০০০.০৭৫.২২.০০৩.২৪.৪৬২, তারিখ: ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে, শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২৫ এর বিধি-৩ অনুসারে প্রতিটি পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের নিজ অধিভুক্ত এলাকাসমূহকে চিহ্নিত করে স্ট্যান্ডার্ড সংকেত বা সাইনবোর্ড স্থাপন ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

(মাহবুবা আইরিন)
যুগ্মসচিব
ফোন: ০২-২২৩৩৫৩৬২৫
ই-মেইল: lgcc1@lgd.gov.bd

বিতরণ: কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন (সকল);
২। প্রশাসক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, পৌরসভা (সকল);

অনুলিপি- সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
১। সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২। অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৩। যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-১ অধিশাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৪। যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-২ অধিশাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা **(পত্রটি সকল পৌরসভায় প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)**;
৫। উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৬। সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৭। মেয়র/প্রশাসকের একান্ত সচিব, সিটি কর্পোরেশন (সকল);
৮। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ শাখা -১
www.moef.gov.bd

স্মারক নং ২২.০০.০০০০.০৭৫.২২.০০৩.২৪.৪৬২

তারিখ: ১৪ পৌষ ১৪৩২ / ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫

বিষয়: শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২৫ এর বিধি-৩ অনুসারে এলাকা চিহ্নিতকরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ২৪ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২৫ সরকার কর্তৃক গেজেটে জারী করা হয়েছে। শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২৫ এর বিধি-৩ অনুসারে এলাকা চিহ্নিতকরণের বিষয় উল্লেখ রয়েছে। শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২৫ এর বিধি-৩:

এলাকা চিহ্নিতকরণ।- শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণকল্পে, প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন ও নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং এই বিধিমালায় উল্লিখিত অন্যান্য কর্তৃপক্ষসমূহ নিজ অধিভুক্ত এলাকায় আবাসিক, বাণিজ্যিক, মিশ্র, শিল্প ও নীরব এলাকাসমূহকে চিহ্নিত করিয়া স্ট্যান্ডার্ড সংকেত বা সাইনবোর্ড স্থাপন ও সংরক্ষণ করিবে।

০২। এছাড়া, শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২৫ এর তফসিল-১ এলাকার শ্রেণি উল্লেখ রয়েছে। উক্ত বিধিমালার বিধি-২(১)(গ)(ঝ)(ড)(থ)(প) অনুসারে বিভিন্ন এলাকার সংজ্ঞা নিম্নরূপ-

(গ) 'আবাসিক এলাকা' অর্থ কোনো এলাকা যেখানে মানুষ বসবাস করে;

(ঝ) 'নীরব এলাকা' অর্থ হাসপাতাল, ক্লিনিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত বা একই ধরনের অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানসহ উহার চতুর্দিকের ১০০ (একশত) মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা এবং বিধি ৩-এ উল্লিখিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত বা চিহ্নিত কোনো এলাকা;

(ড) 'বাণিজ্যিক এলাকা' অর্থ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বাণিজ্যিক এলাকা এবং ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, দোকানপাট, রেস্তোরাঁ, হাটবাজার, ইত্যাদির আধিক্য রহিয়াছে এমন কোনো এলাকা;

(থ) 'মিশ্র এলাকা' অর্থ এমন এলাকা যেখানে একইসাথে আবাসিক, শিল্প ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়;

(প) 'শিল্প এলাকা' অর্থ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শিল্প এলাকা এবং শিল্প ও কলকারখানার আধিক্য রহিয়াছে এইরূপ এলাকা।

০৩। বর্ণিতাবস্থায়, শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২৫ এর বিধি-৩ অনুসারে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন ও নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নিজ অধিভুক্ত এলাকাসমূহকে চিহ্নিত করে স্ট্যান্ডার্ড সংকেত বা সাইনবোর্ড স্থাপন ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্থানীয় সরকার বিভাগ
গ্রহণ ও প্রেরণ শাখা
তারিখ ০১/০১/২৬
ডাইরি নং ২৯৪৬

সংযুক্তি: বিধিমালা।

২৯.১২.২০২৫
(সিদ্ধার্থ শংকর কুন্ডু)
উপসচিব
ফোন নং- ৫৫১০০২৬০
ই-মেইল: envpc1@moef.gov.bd

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

২৯৪৬ ০১/০১/২৬

**অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে**

১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা
২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ................ সিটি কর্পোরেশন।
৩। উপদেষ্টার একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
৪। সচিবের একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

ডাইরী নং.................তারিখ: ৪/১/২৬
উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব
(প্রশাসন-১/প্রশাসন-২/সমন্বয় ও কাউন্সিল/জেপ
২৯৪৬
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

০১/১২/২৫

ডায়েরি নং.....................
তারিখ: 06 JAN 2026
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সিটি কর্পোরেশন-১)

উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, নভেম্বর ২৪, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
**পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ: ০৮ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ২৩ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

**এস, আর, ও নং ৪৫২-আইন/২০২৫।**—বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ২০, ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৩) এই বিধিমালা নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যথা:—

(ক) মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা বা অন্য কোনো ধর্মীয় উপাসনালয়ে;

(খ) ঈদের জামাত, জানাজা, নাম-সংকীর্তন এবং শবযাত্রাসহ অন্যান্য আবশ্যিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে;

(গ) সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রচারকালে;

(ঘ) প্রতিরক্ষা, পুলিশ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনকালে;

(ঙ) স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, বিজয় দিবস, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১লা বৈশাখ, মহররম বা সরকার কর্তৃক ঘোষিত অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ দিবসের অনুষ্ঠান চলাকালে;

(চ) আকাশযান ও রেলগাড়ি চলাচলের ক্ষেত্র;


মূল্য : টাকা ১৬.০০

(ছ) অ্যাম্বুলেন্স ও ফায়ার ব্রিগেড ব্যবহারকালে;

(জ) ইফতার ও সেহরির সময় প্রচারকালে;

(ঝ) প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা অন্য কোনো বিপদ বা বিপদের আশংকায় বিপদ সংকেত প্রচারকালে;

(ঞ) মৃত্যু সংবাদ প্রচারকালে বা কোনো ব্যক্তি নিখোঁজ থাকিলে বা গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হারানোর বিষয় প্রচারকালে; এবং

(ট) সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, অব্যাহতিপ্রাপ্ত অন্য কোনো ক্ষেত্রে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) **'আইন'** অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন);

(খ) **'আবদ্ধ স্থান'** অর্থ বাসাবাড়ি, দোকানপাট, দেয়ালবেষ্টিত কল-কারখানা, কনফারেন্স রুম, অডিটোরিয়াম, সিনেমা হল, থিয়েটার হল বা দেয়ালবেষ্টিত অন্য কোনো সীমানা;

(গ) **'আবাসিক এলাকা'** অর্থ কোনো এলাকা যেখানে মানুষ বসবাস করে;

(ঘ) **'ইউনিয়ন পরিষদ'** অর্থ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন) এর ধারা ২ (৬) এ সংজ্ঞায়িত 'ইউনিয়ন পরিষদ';

(ঙ) **'ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা'** অর্থ এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার বা মহাপরিচালকের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা;

(চ) **'কর্তৃপক্ষ'** অর্থ তফসিল ৪ এ উল্লিখিত অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ;

(ছ) **'তফসিল'** অর্থ এই বিধিমালার কোনো তফসিল;

(জ) **'নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ'** অর্থ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ বা সরকার কর্তৃক ঘোষিত যেকোনো শহর বা নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;

(ঝ) **'নীরব এলাকা'** অর্থ হাসপাতাল, ক্লিনিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত বা একই ধরনের অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানসহ উহার চতুর্দিকের ১০০ (একশত) মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা এবং বিধি ৩-এ উল্লিখিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত বা চিহ্নিত কোনো এলাকা;

(ঞ) **'পৌরসভা'** অর্থ স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৮ নং আইন) এর ধারা ২ (৪৩) এ সংজ্ঞায়িত 'পৌরসভা';

(ট) **'পাবলিক প্লেস'** অর্থ ধুমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১১ নং আইন) এর ধারা ২(চ) এ সংজ্ঞায়িত 'পাবলিক প্লেস';

(ঠ) **'ফরম'** অর্থ তফসিল ৫ এ উল্লিখিত কোনো ফরম;

(ড) **'বাণিজ্যিক এলাকা'** অর্থ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বাণিজ্যিক এলাকা এবং ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, দোকানপাট, রেস্তোরাঁ, হাটবাজার, ইত্যাদির আধিক্য রহিয়াছে এমন কোনো এলাকা;

(ঢ) **'ব্যক্তি'** অর্থ কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এবং নিবন্ধিত হউক বা না হউক, কোনো কোম্পানি, সমিতি বা সংস্থাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ণ) **'মহাপরিচালক'** অর্থ পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

(ত) **'মোটরযান'** অর্থ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ২ (৪২) এ সংজ্ঞায়িত 'মোটরযান';

(থ) **'মিশ্র এলাকা'** অর্থ এমন এলাকা যেখানে একইসাথে আবাসিক, শিল্প ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়;

(দ) **'শব্দদূষণ'** অর্থ তফসিল ১, ২ ও ৩ এ উল্লিখিত মানমাত্রা অতিক্রমকারী এমন শব্দ যাহা জনমানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং প্রাণিকূল ও পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলিতে পারে;

(ধ) **'শব্দের উৎস'** অর্থ আতশবাজি ও পটকা, মাইক, লাউড স্পিকার, এমপ্লিফায়ার, জেনারেটর, সুরযন্ত্র, পাবলিক অ্যাড্রেসিং সিস্টেম, সকল প্রকার মোটরযানের হর্ন, শিল্পকারখানা ও নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত যন্ত্র ও যন্ত্রাংশের শব্দসহ শব্দবর্ধনের জন্য ব্যবহৃত অন্যান্য সকল বৈদ্যুতিক বা অন্য কোনো যন্ত্র;

(ন) **'শব্দের মানমাত্রা'** অর্থ তফসিল ১, ২ ও ৩ এ উল্লিখিত শব্দের মানমাত্রা;

(প) **'শিল্প এলাকা'** অর্থ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শিল্প এলাকা এবং শিল্প ও কলকারখানার আধিক্য রহিয়াছে এইরূপ এলাকা;

(ফ) **'সড়ক'** অর্থ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৮ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত 'সড়ক';

(ব) **'সিটি কর্পোরেশন'** অর্থ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন). আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন) এর ধারা ২ (১৪) এ সংজ্ঞায়িত 'সিটি কর্পোরেশন'; এবং

(ভ) **'হর্ন'** অর্থ মোটরযানের এমন একটি যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ যাহা মোটরযানের অবস্থান জানানোর নিমিত্ত রাস্তা ব্যবহারকারী, পথচারী ও অন্যান্য প্রাণির নিরাপত্তার স্বার্থে সতর্ক করিবার জন্য শব্দ সংকেত প্রেরণ করে।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **এলাকা চিহ্নিতকরণ।**—শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণকল্পে, প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন ও নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং এই বিধিমালায় উল্লিখিত অন্যান্য কর্তৃপক্ষসমূহ নিজ অধিভুক্ত এলাকায় আবাসিক, বাণিজ্যিক, মিশ্র, শিল্প ও নীরব এলাকাসমূহকে চিহ্নিত করিয়া স্ট্যান্ডার্ড সংকেত বা সাইনবোর্ড স্থাপন ও সংরক্ষণ করিবে।

৪। **শব্দের মানমাত্রা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ।**—(১) এই বিধিমালার তফসিল ১, ২ এবং ৩ এ উল্লিখিত মানমাত্রা হইবে বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য শব্দের নির্ধারিত সর্বোচ্চ মানমাত্রা।

(২) তফসিল ১ এ উল্লিখিত মানমাত্রা হইবে প্রত্যেক এলাকার জন্য হর্ন ব্যতীত শব্দ উৎপাদন ও নিঃসরণকারী সকল উৎসের জন্য শব্দের সর্বোচ্চ মানমাত্রা।

(৩) তফসিল ২ এ উল্লিখিত মানমাত্রা হইবে মোটরয়ান বা যান্ত্রিক নৌযান হইতে উৎপন্ন শব্দের অনুমোদিত মানমাত্রা।

(৪) তফসিল ৩ এ উল্লিখিত মানমাত্রা হইবে হর্নের জন্য অনুমোদিত শব্দের মানমাত্রা।

(৫) বিধি ৭ অনুসারে অনুমতিপ্রাপ্ত না হইলে, কোনো ব্যক্তি তফসিল ১, ২ ও ৩ এ উল্লিখিত শব্দের সর্বোচ্চ মানমাত্রা অতিক্রম করিতে পারিবে না।

(৬) শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণকল্পে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, এই বিধিমালায় উল্লিখিত অন্যান্য কর্তৃপক্ষসমূহ বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে যাহাতে মোটরযান, নৌযান, হর্ন, আতশবাজি, পটকা, জেনারেটর বা উচ্চ শব্দ উৎপন্নকারী কোনো যন্ত্রপাতি বা কর্মকান্ড শব্দের সর্বোচ্চ মানমাত্রা অতিক্রম করিতে না পারে।

(৭) শব্দের মানমাত্রা প্রতিপালন নিশ্চিত করিতে ও শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ নিয়মিত তদারকি ও প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট স্থানে প্রবেশ করিয়া শব্দের মানমাত্রা পরিমাপসহ অভিযান পরিচালনা করিবেন এবং দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইন ও এই বিধিমালার অধীন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৫। **উচ্চ শব্দ উৎপন্নকারী যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ।**—(১) কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যতীত পাবলিক প্লেস বা জনপরিসরে লাউড স্পিকার, মাইক, এমপ্লিফায়ার, সুরযন্ত্র (মিউজিক সিস্টেম) বা অন্য কোনো উচ্চ শব্দ উৎপন্নকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) আবদ্ধ স্থানে, আপদকালীন প্রয়োজন ব্যতীত, রাতে লাউড স্পিকার, মাইক, এমপ্লিফায়ার, সুরযন্ত্র (মিউজিক সিস্টেম), পাবলিক অ্যাড্রেসিং সিস্টেম বা অন্য কোনো উচ্চ শব্দ উৎপন্নকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে শব্দদূষণ করা যাইবে না।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ, লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং নীরব এলাকা ব্যতীত অন্যত্র, প্রয়োজনীয় শর্তাবলি সাপেক্ষে, লাউড স্পিকার, মাইক, এমপ্লিফায়ার, সুরযন্ত্র (মিউজিক সিস্টেম), পাবলিক অ্যাড্রেসিং সিস্টেম বা অন্য কোনো শব্দ উৎপন্নকারী যন্ত্রপাতি রাতে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত অনুমতি কোনোক্রমেই রাতে ১১:০০ ঘটিকা, ক্রমাগত ৩ (তিন) দিন ও সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) ঘন্টার অধিক সময়ের জন্য প্রদান করা যাইবে না এবং শব্দের মানমাত্রা ৯০ (নব্বই) ডেসিবলের অধিক অতিক্রম করা যাইবে না।

(৪) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা (Marin Protected Areas (MPA), রক্ষিত এলাকা (Protected Area, PA), সংরক্ষিত বনাঞ্চল (Reserved Forest), পাখি ও বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (Bird and wildlife Sanctuary), প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area, ECA), সমুদ্র সৈকত ও সংরক্ষিত পর্যটন এলাকার জন্য শব্দের মানমাত্রা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৬। **যানবাহনের হর্ন সংক্রান্ত বিধিনিষেধ।**—(১) তফসিল ৩ এ উল্লিখিত মানমাত্রা অতিক্রমকারী হর্ন, হাইড্রোলিক হর্ন, মাল্টি টিউন হর্ন ও সহায়ক যন্ত্রাংশ প্রস্তুত, আমদানি, মজুদ, বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, বিতরণ, বাজারজাতকরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন ও ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) কোনো ব্যক্তি মোটরযান বা নৌযানে অননুমোদিত শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী হর্ন স্থাপন ও ব্যবহার করিতে পারিবে না।

(৩) নীরব এলাকায় যানবাহনে কোনো প্রকার হর্ন বাজানো যাইবে না।

(৪) আবাসিক এলাকায় রাতে (রাত ০৯ ঘটিকা হইতে সকাল ০৬ ঘটিকা পর্যন্ত) হর্ন বাজানো যাইবে না।

৭। **কতিপয় ক্ষেত্রে শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমের অনুমতি গ্রহণ।**—(১) বিধি ৫ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে, কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নীরব এলাকা ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় কোনো অনুষ্ঠানে শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে পারিবেন।

(২) এই বিধির অধীন কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণের জন্য অনুষ্ঠান আয়োজনের অন্তত ৭ (সাত) দিন পূর্বে তফসিল ৫ এ উল্লিখিত ফরম-১ অনুসারে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, জরুরি ক্ষেত্রে সময় স্বল্পতার উপযুক্ত কারণ উল্লেখপূর্বক অনুষ্ঠান আয়োজনের ১ (এক) দিন পূর্বে আবেদনপত্র দাখিল করা যাইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) অনুযায়ী আবেদনপত্র প্রাপ্তির ২ (দুই) দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত তথ্যাদি ও পরিস্থিতি বিবেচনাপূর্বক, আবেদনটি মঞ্জুর করিয়া তফসিল ৫ এ উল্লিখিত ফরম-২ অনুসারে অনুমতি প্রদান করিবেন অথবা কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদনটি নামঞ্জুর করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-বিধির অধীন অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষ যেকোনো ধরনের অনুষ্ঠানে শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যেকোনো যন্ত্রপাতি দৈনিক ৫ (পাঁচ) ঘণ্টার অধিক সময়ব্যাপী ও ক্রমাগত ৩ (তিন) দিনের অধিক ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করিবেন না এবং উক্ত অনুমোদিত সময়সীমা রাত্রিকালীন ১১ (এগারো) ঘটিকা অতিক্রম করিবে না এবং শব্দের মানমাত্রা ৯০ (নব্বই) ডেসিবলের অধিক অতিক্রম করা যাইবে না।

৮। **পটকা, আতশবাজি ও অনুরূপ শব্দ সৃষ্টিকারী পণ্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ।**—(১) নীরব এলাকায় দিনে ও রাতে এবং নীরব এলাকা ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় রাতে পটকা, আতশবাজি ও অনুরূপ শব্দ সৃষ্টিকারী কোনো কিছুর বিস্ফোরণ ঘটানো যাইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ বিশেষ বিবেচনায় ও লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয়, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, উৎসব বা অনুরূপ কোনো অনুষ্ঠানে পটকা, আতশবাজি ও অনুরূপ শব্দ সৃষ্টিকারী পণ্যের সীমিত ব্যবহারের জন্য সময় ও স্থান নির্ধারণপূর্বক অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত অনুমোদন কোনোক্রমেই রাতে ০৯:০০ ঘটিকা অতিক্রম করিবে না ও দৈনিক সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) ঘণ্টার অধিক ও বিশেষ ব্যতিক্রম ব্যতীত সর্বমোট ২ (দুই) দিনের অধিক সময়ের জন্য প্রদান করা যাইবে না এবং শব্দের মানমাত্রা ৯০ (নব্বই) ডেসিবলের অধিক অতিক্রম করা যাইবে না।

৯। **শিল্প কারখানায় শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ।**—(১) সকল শিল্প কারখানাকে তফসিল ১ এ উল্লিখিত শব্দের মানমাত্রা মানিয়া চলিতে হইবে এবং কারখানার অভ্যন্তরে ও বাহিরে শব্দের মানমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখিতে হইবে।

(২) উচ্চ শব্দ উৎপন্নকারী যন্ত্রপাতি দ্বারা সৃষ্ট স্বাস্থ্য ঝুঁকি হইতে শ্রমিক ও অন্যান্যদের রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান ও ব্যবহার নিশ্চিত করিতে হইবে।

১০। **জেনারেটরের শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ।**—(১) আবাসিক, বাণিজ্যিক, মিশ্র, শিল্প ও নীরব এলাকার সকল জেনারেটর ব্যবহারকারীকে সকল সময় জেনারেটর হইতে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা নিশ্চিত করিতে হইবে।

(২) জেনারেটরের শব্দের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে শাব্দিক প্রতিবন্ধক (acoustic enclosures), কম্পণ আইসোলেশন (vibration isolation), এক্সস্ট (Exhaust) ও বায়ু চলাচলের জন্য সাইলেন্সার বা মাফলার, শব্দ-শোষণকারী উপকরণ ব্যবহার এবং শব্দদূষণ কমাতে সঠিকভাবে স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে শব্দের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।

(৩) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জেনারেটরের শব্দের মানমাত্রা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১১। **বনভোজন ও সামাজিক অনুষ্ঠানে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ।**—(১) প্রাকৃতিক বনাঞ্চল ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলে বনভোজন নিষিদ্ধ এবং প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে উচ্চ শব্দ উৎপন্ন হয় এমন শব্দের উৎস ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) বনভোজন ও সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত যানবাহনে উচ্চ শব্দ উৎপন্নকারী মাইক, লাউড স্পিকার, এমপ্লিফায়ার, সুরযন্ত্র (মিউজিক সিস্টেম) বা অন্য কোনো উচ্চ শব্দ উৎপন্নকারী যন্ত্র ব্যবহার করা যাইবে ন।

(৩) বনভোজন ও সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত যানবাহনে উচ্চ শব্দ উৎপন্নকারী মাইক, লাউড স্পিকার, এমপ্লিফায়ার, সুরযন্ত্র (মিউজিক সিস্টেম) বা অন্য কোনো উচ্চ শব্দ উৎপন্নকারী যন্ত্র ব্যবহার দ্বারা জনপথে শব্দদূষণ সৃষ্টি করা যাইবে না।

(৪) সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজনে হোটেল, রেস্তোরা ও কমিউনিটি সেন্টারে শব্দযন্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে তফসিল ১ এ উল্লিখিত শব্দের নির্ধারিত মানমাত্রা অনুসরণ করিতে হইবে।

১২। **নির্মাণ কাজে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ।**—(১) নীরব এলাকায় দিনে ও রাতে এবং আবাসিক এলাকায় রাতে উচ্চ শব্দ উৎপন্নকারী নির্মাণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার বা পরিচালনা করা যাইবে না।

(২) আবাসিক এলাকা ও আবাসিক এলাকার শেষ সীমানা হইতে ৫০০ (পাঁচশত) মিটারের মধ্যে সন্ধ্যা ৭ (সাত) টা হইতে সকাল ৭ (সাত) টা পর্যন্ত ইট বা পাথর ভাঙ্গার মেশিন, মিকচার মেশিন, পাইলিং মেশিনসহ নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত অন্যান্য উচ্চ শব্দ উৎপন্নকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যাইবে না এবং নির্মাণ কাজের মাধ্যমে শব্দদূষণ করা যাইবে না।

১৩। **নির্বাচনী প্রচারে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ।**—(১) সকল নির্বাচনে নীরব এলাকায় নির্বাচনী প্রচারণায় মাইক, লাউড স্পিকার, পাবলিক অ্যাড্রেসিং সিস্টেম বা অন্য কোনো উচ্চ শব্দ উৎপন্নকারী যন্ত্র ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) নীরব এলাকা ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় নির্বাচনী প্রচারাভিযানে নির্বাচন কমিশনের আচরণ বিধিমালা মানিয়া চলিতে হইবে এবং তফসিলে উল্লিখিত শব্দের মানমাত্রা অতিক্রম করা যাইবে না।

১৪। **আবদ্ধ স্থানে শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ।**—আবদ্ধ স্থানে শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যেকোনো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হইলে উক্ত স্থানের মালিক বা দখলদার বা উহার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি—

(ক) উহাতে সৃষ্ট শব্দ যাহাতে উক্ত স্থানের বাহিরে না যায় তদুদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন; এবং

(খ) নিশ্চিত করিবেন যেন উক্ত যন্ত্রপাতি হইতে সৃষ্ট সংশ্লিষ্ট এলাকার জন্য নির্ধারিত শব্দের মানমাত্রা অতিক্রম না করে।

১৫। **কারখানার অভ্যন্তরে বা যন্ত্রপাতির নিকটে কর্মরত ব্যক্তিদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা।**—(১) যদি কোনো কারখানা পরিচালনা বা কারখানাস্থ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কারণে সর্বদা এমন শব্দের সৃষ্টি বা উদ্ভব হয় যাহা শব্দের মানমাত্রা অতিক্রম করে তাহা হইলে উক্ত কারখানায় কর্মরত বা আগত ব্যক্তিবর্গের শব্দ দূষণজনিত ক্ষতি প্রতিরোধ করিবার বা কমানোর উদ্দেশ্যে উক্ত কারখানা বা যন্ত্রপাতির মালিক বা দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) এই বিধিমালার বিধানাবলি সাপেক্ষে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা উক্ত কারখানা বা যন্ত্রপাতির মালিক বা দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিকে সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং এইরূপ নির্দেশ পালনে উক্ত ব্যক্তি বাধ্য থাকিবেন।

(৩) কোনো কারখানার কার্যক্রম বা কারখানাস্থ যন্ত্রপাতি সৃষ্ট মানমাত্রা বহির্ভূত উচ্চ শব্দের কারণে কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকিলে আইনের ধারা ৭ ও ৮ এবং ধারা ৮ এর অধীন জারীকৃত বিধিমালার বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

১৬। **নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা।**—বিধি ৭ এর অধীন পূর্বানুমতি ব্যতীত, কোনো এলাকায় শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হইলে বা ব্যবহারের সম্ভাবনা থাকিলে যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারীকে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হইতে বিরত থাকিবার বা উক্ত বিধির বিধান লংঘনকারীকে উক্ত লংঘন বন্ধ করিবার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা, আইন ও এই বিধিমালার বিধানাবলি সাপেক্ষে, মৌখিক বা লিখিতভাবে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ নির্দেশ পালনে যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারী বা বিধান লংঘনকারী বাধ্য থাকিবেন।

১৭। **শব্দদূষণ সংক্রান্ত তথ্য প্রদান, ইত্যাদি।**—কোনো এলাকায় নির্ধারিত মানমাত্রার অতিরিক্ত শব্দদূষণ সংক্রান্ত কোনো কর্ম বা ঘটনার কারণে উক্ত এলাকা আশংকাযুক্ত হইলে বা এই বিধিমালার কোনো বিধান লংঘন করা হইতেছে মর্মে কোনো ব্যক্তির নিকট প্রতীয়মান হইলে উক্ত ব্যক্তি টেলিফোনে, মৌখিকভাবে, লিখিতভাবে, ই-মেইলে বা অন্য কোনো মাধ্যমে উক্ত তথ্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করিতে পারিবেন এবং উক্ত তথ্য প্রাপ্তির পর উহার সত্যতা যাচাইপূর্বক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত এলাকাকে আশঙ্কামুক্ত করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ বা বিধান লঙ্ঘনকারীকে তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত লঙ্ঘন বন্ধ করিবার জন্য মৌখিক বা লিখিতভাবে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন ও উক্তরূপ নির্দেশ পালনে বিধান লঙ্ঘনকারী বাধ্য থাকিবেন।

১৮। **আটক, ইত্যাদির ক্ষমতা।**—(১) আইনের ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এবং (ঙ) এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা তথ্য প্রাপ্তির ভিত্তিতে তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনকালে, যুক্তিসঙ্গত সময়ে, তাহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সহায়তা সহকারে, যেকোনো ভবন, স্থান বা আবদ্ধ স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবেন এবং এই বিধিমালার অধীন দণ্ডনীয় কোনো অপরাধ সংঘটনের প্রমাণ হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে বা হইতে পারে এইরূপ কোনো শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি, এতৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরঞ্জামাদি আটক করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আটকের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ১০ এর উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত বিধান প্রযোজ্য হইবে।

১৯। **দণ্ড।**—আইনের ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুসারে এই বিধিমালার বিধি ৫, ৬, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩ এর বিধান লংঘন এবং বিধি ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৭ এ প্রদত্ত নির্দেশের লঙ্ঘন বা পালনে ব্যর্থতা অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য নিম্নবর্ণিত টেবিলে উল্লিখিত দণ্ড আরোপনীয় হইবে, যথা :—

**টেবিল**

| ক্রমিক নং | অপরাধের বর্ণনা | আরোপনীয় দণ্ড |
|---|---|---|
| (১) | বিধি ৫, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৭ এর অধীন নির্দেশ অমান্যকরণ | প্রতিবার অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ১ (এক) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড। |
| (২) | বিধি ৬(২), ৬(৩) ও ৬(৪) এর বিধান লঙ্ঘন | প্রতিবার অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড; এবং চালকের ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত হিসাবে দোষ সূচক ১ (এক) পয়েন্ট কর্তন হইবে। |
| (৩) | বিধি ৬(১) এর অধীন প্রস্তুত আমদানি ও বাজারজাতকরণ | প্রতিবার অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড। |
| (৪) | বিধি ৬(১) এর অধীন বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন ও ব্যবহার | প্রতিবার অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ১ (এক) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড। |

২০। **জরিমানা আরোপ, ইত্যাদি।**—(১) যদি কোনো ব্যক্তি ট্রাফিক বিভাগের সার্জেন্ট পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কোনো পুলিশ কর্মকর্তার সম্মুখে বিধি ৬ এর উপ-বিধি (২), (৩) বা (৪) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে উক্ত কর্মকর্তা ঘটনাস্থলেই তাহাকে জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন, তবে উক্ত জরিমানা বিধি ১৯ এর টেবিলের ক্রমিক নং (২) এ উল্লিখিত অর্থদণ্ডের অধিক হইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন জরিমানা আরোপকারী পুলিশ কর্মকর্তা এতদ্সংক্রান্ত ফরমে অপরাধের ধরন এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য আরোপিত জরিমানার পরিমাণ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত জরিমানা প্রদান করিবেন এবং উক্ত পুলিশ কর্মকর্তার নিকট হইতে প্রাপ্তিস্বীকারপত্র গ্রহণ করিবেন।

(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগের কপি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে, বা উপ-বিধি (২) এর অধীন জরিমানা পরিশোধ না করিলে, উপ-বিধি (১) এর অধীন দায়িত্বপালনকারী পুলিশ কর্মকর্তা যে মোটরযান অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত হইয়াছে উহা নিকটবর্তী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন, এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোটরযানটি তাহার হেফাজতে রাখিবেন এবং জরিমানা পরিশোধের পর যথাশীঘ্রসম্ভব মোটরযানটি অবমুক্ত করিবেন এবং যে কর্মকর্তা মোটরযানটি প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাকে এতদ্সম্পর্কে অবহিত করিবেন।

২১। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬, অতঃপর রহিত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত বিধিমালার অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) রহিত বিধিমালার অধীন গৃহীত কোনো কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এইরূপে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন এই বিধিমালা প্রণীত হয় নাই।

## তফসিল-১

### এলাকাভিত্তিক শব্দের মানমাত্রা

**[বিধি ৪ এর উপ-বিধি (২) দ্রষ্টব্য]**

| ক্রমিক নং | এলাকার শ্রেণি | মানমাত্রা ডেসিবল dB(A) Leq* এককে | |
|---|---|---|---|
| | | দিবা | রাত্রি |
| ১। | নীরব এলাকা | ৫০ | ৪০ |
| ২। | আবাসিক এলাকা | ৫৫ | ৪৫ |
| ৩। | মিশ্র এলাকা | ৬০ | ৫০ |
| ৪। | বাণিজ্যিক এলাকা | ৭০ | ৬০ |
| ৫। | শিল্প এলাকা | ৭৫ | ৭০ |

ব্যাখ্যা।—(ক) ভোর ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত ব্যাপ্ত সময় দিবাকালীন সময় হিসাবে চিহ্নিত।

(খ) রাত্রি ৯টা হইতে ভোর ৬টা পর্যন্ত ব্যাপ্ত সময় রাত্রিকালীন সময় হিসাবে চিহ্নিত।

*dB(A)Leq দ্বারা মানুষের শ্রবণীন্দ্রিয়ের সহিত সম্পর্কিত নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী শব্দের গড় মাত্রাকে বুঝাইবে (time weighted average) যাহা ডেসিবল অ-স্কেলে নির্দেশিত।